ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ২৫ (ক) (২) মোতাবেক স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৭০.১৮.০০০৬.২৪-৯৫৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রশাসক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

স্থান : বুড়িগঙ্গা হল, নগর ভবন।

তারিখ ও সময় : ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ / ০৩ অক্টোবর ২০২৪ বৃহস্পতিবার বেলা ০৩.০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট: "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কে অনুরোধ করেন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর সচিব পবিত্র কোরআন থেকে সংক্ষিপ্ত তেলাওয়াত এবং তরজমা উপস্থাপনের জন্য হযরত গোলাপ শাহ্ (র.) মাজার মসজিদের পেশ ইমাম, মুফতি মাসুম আল ফরহাদ কে অনুরোধ জানান। হযরত গোলাপ শাহ্ (র.) মাজার মসজিদের পেশ ইমাম, মুফতি মাসুম আল ফরহাদ পবিত্র কোরআন থেকে সংক্ষিপ্ত তেলাওয়াত এবং তরজমা উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে উপস্থিত সদস্যগণের স্ব স্ব পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে পরিচয় পর্ব সমাপ্ত হয়।

সভাপতির সূচনা বক্তব্য:

সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সভার সভাপতি মাননীয় প্রশাসক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কে সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি সভায় উপস্থিত কমিটির সকল সম্মানিত সদস্য ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ২৫ (ক) (২) মোতাবেক স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৭০.১৮.০০০৬.২৪-৯৫৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে সরকার কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক কে সভাপতি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কে সদস্য-সচিব এবং সরকারি আরো ২৩ (তেইশ) টি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে (পদমর্যাদা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত) ২৫ (পঁচিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ এ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতে গঠিত এ কমিটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নাগরিকদের স্বার্থে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। যেসকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে উক্ত প্রজ্ঞাপনের আলোকে নির্ধারিত পদমর্যাদার সদস্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়নি, সেসকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে প্রজ্ঞাপনের আলোকে সদস্য মনোনয়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কে অনুরোধ করেন। সভায় নির্ধারিত পদমর্যাদার কর্মকর্তা উপস্থিত না থেকে অধস্তন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকলে সভায় বিশদ ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা সঞ্চালনা করার জন্য সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কে অনুরোধ জানান।

এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচিতি/বিবর্তন এবং কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রমের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন।

জনাব নারায়ন চন্দ্র সাহা, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ২৫৪১.৮৬ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ৬৭৬০.৭৪ কোটি টাকার বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বাজেটের রাজস্ব আয়সহ অন্যান্য আয়, বাজেটের পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়ের উল্লেখ্যযোগ্য বিষয়াদি সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত বাজেট সভায় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

ডাঃ এ. বি. এম. আবু হানিফ, পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, বিগত বছরের বাজেট বাস্তবায়নের সাথে মিল রেখে নতুন অর্থবছরের বাজেট করা প্রয়োজন। বিগত অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন থেকে চলতি অর্থবছরের ব্যয়গুলো তুলনামূলকভাবে কম হতে হবে। তিনি সভায় উপস্থাপিত বাজেট পুনঃসংশোধনপূর্বক উপস্থাপনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

জনাব মোহাম্মদ রবিউল আলম, অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ বলেন, সরকার যেভাবে বরাদ্দ দিয়েছে সংস্থার বাজেট যেন সেভাবে প্রণয়ন করা হয় তার জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন এবং সেরূপভাবে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরো বলেন, ঢাদসিক'র রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির চিন্তা করা দরকার।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, কর তফসিলের মাধ্যমে হোল্ডিং কর আহরণ করা হয়ে থাকে। গত অর্থবছর ১০৬১ কোটি টাকা ঢাদসিক'র রাজস্ব আয় হয়েছে। এটি দেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য মডেল হিসেবে গণ্য হতে পারে।

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, যুগ্মসচিব, পরিচালক (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বলেন, বাজেটে পরিবেশনে আয়-ব্যয়ের চিত্র পাশাপাশি থাকা দরকার। ঢাদসিক, সরকারি ও বৈদেশিক সহায়তামূলক প্রকল্প খাত হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আয় দেখানো হয়েছে ৪৪৫৮.৮২ কোটি টাকা। অথচ এ খাত হতে পাওয়া গিয়েছে ৭১৬.৩৩ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে একই খাত প্রাপ্যতা দেখানো হয়েছে ৪৩৬৩.০০ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ৬ গুণের বেশী। এটা অবাস্তবিক। তিনি বাস্তবধর্মী বাজেট পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব অঞ্জনা খান মজলিস (যুগ্মসচিব), সদস্য (অর্থ), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বলেন, বাজেটের আকার পূর্বের তুলনায় ছোট করে দেখানো হলে জনসম্মুখে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। যখন মিডিয়াতে আসবে তখন জনগণ বলবে তাদের সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বাজেটটি সংশোধন করা দরকার। যেসকল প্রকল্প বাস্তবিক নয় সেসকল প্রকল্প সংশোধন করা যেতে পারে।

প্রকৌ. মোঃ এনামুল হক ভূঁইয়া, উপমহাব্যবস্থাপক (পাইপ লাইন নির্মাণ বিভাগ), তিতাস গ্যাস বলেন, আজকের এ সভায় তাদের উপস্থিতি নতুন। তারা সরকারের একটি চেয়ার হোল্ড করেন। তাই বাজেটের রিয়েল চিত্র দেখে এতে সম্মতি দেওয়া উচিত হবে। বাজেটে অনুমোদনবিহীন প্রকল্পের ব্যয় কমিয়ে দিলে মোট বাজেটের আকার কমে আসবে।

জনাব আরিফুল হক, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঢাদসিক'র রাজস্ব আয় ছিল ৫১২.০০ কোটি টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে রাজস্ব আয় ১০৬১.৫৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। অথচ রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ এবং করোনার মহামারীর কারণে সকল কর্পোরেশনগুলোর রাজস্ব আয় কমতে থাকে সেখানে ঢাদসিক'র রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, ২২/২৩ টি খাত হতে আয় করার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এই আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দীর্ঘদিন জেনারেল এ্যাসেসমেন্ট না হওয়াতে কর বৈষম্য হয়।

জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বাজেটে সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব করেন।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, ঢাদসিক'র সাবেক অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য ৬৭৬০.৭৪ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছেন। এ বিষয়ে কর্পোরেশন সভা হলেও সাবেক মেয়র কর্তৃক সভার কার্যবিবরণী মূলতঃ স্বাক্ষর হয়নি। এ বাজেটের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেসকল উন্নয়ন প্রকল্প এখনও অনুমোদন হয়নি সেসকল উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় সংশোধন করা সম্ভব।

সভাপতি বলেন, অর্থবিষয়ক মন্ত্রণালয় যে পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন করে তার সাথে কর্পোরেশন, পৌরসভা, অর্থাৎ স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য সংস্থাগুলোতে বাজেট প্রণয়ন ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আগামী দিনের বাজেট অধিকতর বাস্তবধর্মী ও নাগরিকবান্ধব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, অতিরিক্ত উচ্চাবিলাসী বাজেট পেশ করা উচিত নয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ইতোমধ্যে তিন মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। বাজেটটি বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষ অনুমোদন করা যায়।

সিদ্ধান্ত: যেসমস্ত প্রকল্প অনুমোদন হয়নি সেসমস্ত প্রকল্পের ব্যয় কমানোসহ বাস্তবতা নিরীখে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাদসিক।

আলোচ্যসূচি-২: সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সেবাসমূহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিয়ন্ত্রণ, সড়ক বাতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা।

জনাব মোহাম্মদ নাছিম আহমেদ, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনা সভায় উপস্থাপন করেন:

১. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ১০টি অঞ্চলের ৭৫টি (৬৯, ৭০ ও ৭৫ নং ওয়ার্ড ব্যতীত) ওয়ার্ডে উন্মুক্ত লটারী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বছরভিত্তিক প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিসিএসপি) নিবন্ধন অনুমোদন।

২. ঢাকা শহরে অসহনীয় যানজট বিবেচনায় রাত্রিকালী গৃহস্থালী বর্জ্য পরিবহন ও অপসারণে গুলিস্থান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার ব্যবহারে অনুমতি সংক্রান্ত।

৩. জরুরি প্রয়োজনে দিনের বেলা পরিবহনকৃত গাছের শুকনা পাতা, ডাল-পালা, মাটি সদৃশ বর্জ্য, নর্দমা ও খালের বর্জ্য অপসারণে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কর্তৃক সহযোগিতা প্রদান।

৪. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্যবাহী ও জরুরি হালকা/ভারী যানবাহন ব্যবহারে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার (গুলিস্থান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার) ব্যবহারে টোল মওকুফ করা।

৫. খোলা/আবদ্ধ নর্দমা ও খালের প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা নিরুৎসাহিত করা, এক্ষেত্রে উৎস পর্যায়ে বাসা-বাড়ী ও অন্যান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে তৈরিকৃত বর্জ্য শুকনা (প্লাস্টিকসহ) ও ভেজা (পচনশীল) পৃথকভাবে জমা করে নির্ধারিত জায়গায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণে সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ/সহযোগিতা নিশ্চিতের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

৬. নগরায়নে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট নির্মাণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাজউক, ডিএমপি প্রভৃতি সরকারী/বেসরকারী ডেভেলপার/হাউজিং কোম্পানির তদারকি জোরদারকরণ ও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য জরিমানা/দণ্ড আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. বিভিন্ন সরকারী দপ্তর/বিভাগ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়, কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে সৃষ্ট বর্জ্য নিজস্ব দপ্তরের মাধ্যমে ব্যবস্থাকরণ এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের এ সংক্রান্ত বর্জ্য অপসারণ নীতিমালা অনুসরণে সেবামূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে।

৮. বাসা-বাড়ীর সূয়্যারেজ লাইনের সংযোগ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্টর্ম সূয়্যার লাইনে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/জরিমানা করা, এক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পৃথক সূয়্যারেজ লাইন নির্মাণ করে এ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বাড়ির মালিকগণ কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে ভবনের অভ্যন্তরে সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণে সাধারণ বর্জ্য ও ক্ষতিকর বর্জ্য (ধারালো, সার্জিক্যাল, তেজস্ক্রিয় প্রভৃতি) পৃথকভাবে ব্যবস্থাকরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরতঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের নিকট পরিবেশ সম্মতভাবে হস্তান্তর করা।

১০. চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণ সেবামূল্য ফি পুনঃনির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১. বিশেষ করে সরকারী হাসপাতালের ক্ষতিকর বর্জ্য বিভিন্ন সুবিধাভোগী গোষ্ঠী বা চক্র কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণভাবে বিভিন্ন ভাঙারি দোকানে বিক্রয় রোধ করা এবং এক্ষেত্রে হাসপাতাল পরিচালনা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ডা. ফজলে শামছুল কবির, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সভায় মশক নিয়ন্ত্রণে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা-২০২৪ এবং ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে চলতি বছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। তিনি জানান, এ বছর ডেঙ্গুতে এ পর্যন্ত মোট ১৬৭ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। তম্মধ্যে ঢাদসিক এলাকাধীন ২০ জন রয়েছেন। সারা দেশের ডেঙ্গু রোগী ঢাকার হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হয়। তাই ঢাকার বাইরের কোনো ডেঙ্গু রোগী ঢাদসিক অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকার কোনো হাসপাতালে মারা গেলে তাকে ঢাদসিক'র দেখানো হলে পরিসংখ্যান/তথ্য ভুল হবে। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সড়ক বাতি, প্রকৌশল বিভাগের আওতায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য সভার কার্যপত্রে পেশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিয়ন্ত্রণ, সড়ক বাতি ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ সকল নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রদত্ত সেবা ও প্রকল্পসমূহ যাতে বাস্তবিক, ব্যয় সাশ্রয়ী, নাগরিকবান্ধব ও টেকসই হয় ভবিষ্যতে সে বিবেচনায় কার্যক্রম/ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দ্বিতীয় পরিষদের ২৬তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভায় আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়িত অর্থের ঘটনাত্তোর অনুমোদন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দ্বিতীয় পরিষদের ২৬তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভা ১৩ শ্রাবণ ১৪৩১/ ২৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, ঢাদসিক'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও সহায়ক কর্মচারীদের আপ্যায়ন করানো হয়েছে। আপ্যায়ন বাবদ মোট ১,২০,৮৩০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার আটশত ত্রিশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

০২। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দ্বিতীয় পরিষদের ২৬তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভায় আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়িত সর্বমোট ১,২০,৮৩০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার আটশত ত্রিশ) টাকার ঘটনাত্তোর অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দ্বিতীয় পরিষদের ২৬তম কর্পোরেশন (বাজেট) সভায় আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়িত সর্বমোট ১,২০,৮৩০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার আটশত ত্রিশ) টাকা ব্যয়ের ঘটনাত্তোর অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়নে: সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি বিবিধ-১: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো, ২০১৬ বহির্ভূত/ বিলুপ্তকৃত বিভিন্ন গ্রেডের পদসমূহে পূর্বতন সাংগঠনিক কাঠামো, ১৯৯০ অনুসারে কর্মরত ৮২ (বিরাশি) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আত্তীকরণ সংক্রান্ত।

জনাব মোহাম্মদ বশিরুল হক ভূঁঞা, সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, ২০১১ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্তিক্রমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নামে পৃথক দু'টি সিটি কর্পোরেশন সৃজন করা হয়। অতঃপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য ২৪২২টি পদ সৃষ্টির সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপনপূর্বক সাংগঠনিক কাঠামো, ২০১৬ জারি করা হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো, ১৯৯০ কার্যকর ছিল। এক্ষেত্রে আরোও উল্লেখ্য, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত অংশে গঠিত ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ইতোমেধ্য ৭৪৪ টি পদ সৃষ্টির সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়েছে। সে মোতাবেক ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্বখাতভুক্ত পদের সংখ্যা সর্বমোট ৩১৬৬ টি।

০২। পূর্বতন সাংগঠনিক কাঠামো, ১৯৯০ এর অনেক ধরনের পদ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো, ২০১৬ -এ রাখা হয়নি। এ জাতীয় বিভিন্ন গ্রেডের ৩০ (ত্রিশ) ধরনের বিলুপ্ত বিভিন্ন ধরণের পদে বর্তমানে ৮২ (বিরাশি) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। তারা সকলেই অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সময়কালে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে কর্মরত থেকে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে কারো কারো চাকুরিকাল ইতোমধ্যে ৩০ (ত্রিশ) বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদেরকে সাংগঠনিক কাঠামোভুক্তকরণের বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত অনিষ্পন্ন থাকায় তারা পদোন্নতির সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের মধ্যে চরম হতাশা ও অসন্তুষ্টি দেখা দিয়েছে।

০৩। এ অবস্থায়, বর্ণিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে সাংগঠনিক কাঠামো, ২০১৬ এর সমপদে সমগ্রেডে (সমগ্রেডে পদ সৃজিত না থাকলে তদনিম্নপদে) আত্তীকরণ করা হলে কর্পোরেশনের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। তদুপরি তাদেরকে সাংগঠনিক কাঠামোভুক্তকরণের দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে।

০৪। এরূপ অবস্থায়, বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো, ২০১৬ বহির্ভূত/ বিলুপ্তকৃত পদসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আত্তীকরণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/ সুপারিশ প্রণয়ন করার নিমিত্ত ০৫.১২.২০২০ তারিখের ৪৬.২০৭.০০০. ০৩.০২.২০১৯-৫৭৫ নম্বর স্মারকে নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়:

১.	সচিব, ঢাদসিক	আহবায়ক
২.	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাদসিক	সদস্য
৩.	আইন কর্মকর্তা, ঢাদসিক	সদস্য
৪.	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাদসিক	সদস্য
৫.	উপপ্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাদসিক	সদস্য
৬.	সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-২, ঢাদসিক	সদস্য-সচিব

০৫। আত্তীকরণ এর বিষয়ে গঠিত উক্ত কমিটির সভায় বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো, ২০১৬ বহির্ভূত/ বিলুপ্তকৃত পদসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করে দপ্তর আদেশ জারিকরণ, তাদেরকে বিভিন্ন সমপদে/সমগ্রেড (সমগ্রেডে পদ সৃজিত না থাকলে তদনিম্নপদে) এর শূন্য পদে আত্তীকরণের জন্য পদের নাম সুপারিশসহ গৃহীত প্রস্তাবনা/সুপারিশসমূহ সংবলিত সভার কার্যবিবরণী সভায় পেশ করা হয়।

০৬। এমতাবস্থায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো, ২০১৬ বহির্ভূত এবং বিলুপ্তকৃত বিভিন্ন গ্রেডের পদসমূহে পূর্বতন সাংগঠনিক কাঠামো, ১৯৯০ অনুসারে কর্মরত ৮২ (বিরাশি) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আত্তীকরণ এর বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রস্তাবনা/সুপারিশসমূহ সদয় অনুমোদনের সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো, ২০১৬ বহির্ভূত/ বিলুপ্তকৃত বিভিন্ন গ্রেডের পদসমূহে পূর্বতন সাংগঠনিক কাঠামো, ১৯৯০ অনুসারে কর্মরত ৮২ (বিরাশি) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত ঘোষণাপূর্বক নতুন নিয়োগবিধি অনুযায়ী আত্তীকরণের জন্য প্রস্তাবনা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি বিবিধ-২: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সকল দৈনিক মজুরিভিত্তিক মাস্টাররোল কর্মচারী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও দক্ষ-অদক্ষকর্মীকে পূজা/ উৎসব বোনাস হিসেবে 'প্রশাসক মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল' খাত হতে এককালীন অনুদান প্রদান।

জনাব মোহাম্মদ বশিরুল হক ভূঁঞা, সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অফিস আদেশ নং-৪৬.২০৭.০১৬.১২.০০.১৫৫.২০১৮/১০৪৩, তারিখ ১৩.১১.২০১৮ মোতাবেক হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল দৈনিক মজুরিভিত্তিক মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে দুর্গাপূজা, ২০১৮ উপলক্ষে 'মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল' খাত হতে জনপ্রতি ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অফিস আদেশ নং-৪৬.২০৭.০১৬.১২.০০.১২০. ২০১৯/৮৪৯, তারিখ ২৬.০৯.২০১৯ মোতাবেক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের দৈনিক মজুরিভিত্তিক মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ অন্যান্য সকল বিভাগে কর্মরত হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান দৈনিক মজুরিভিত্তিক মাস্টাররোল দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকদেরকে (মুসলিম ব্যতীত) ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে 'মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল' খাত হতে এককালীন জনপ্রতি ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা করে অনুদান

-২৬৩-

প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ক্ষেত্রেও দু'টি ঈদকে বিবেচনায় ২০০০x২=৪০০০/- (চার হাজার) টাকা করে অনুদান বিবেচনার আবশ্যকতা রয়েছে।

০২। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত সনাতন ধর্মালম্বী (হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান) সকল দৈনিক মজুরিভিত্তিক পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পুজা/উৎসব বোনাস একসাথে ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা প্রদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

০৩। এমতাস্থায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এবং একইভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের সকল দৈনিক মজুরিভিত্তিক মাস্টাররোল কর্মচারী, পরিচ্ছন্নকর্মী ও দক্ষ-অদক্ষকর্মীকে পূজা/ উৎসব বোনাস হিসেবে 'প্রশাসক মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল' হতে এককালীন জনপ্রতি ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা করে প্রদান করার জন্য আবেদনের বিষয়টি আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

০৪। এ বিষয়ে জনাব মোঃ তাজনুর ইসলাম, নিরীক্ষা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকগণকে বোনাস দেওয়ার বিধান নেই। কোনো ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মানবিক বিবেচনায় তাদেরকে 'প্রশাসক মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল' খাত হতে এককালীন অনুদান প্রদান করা যায়। এতে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সকল দৈনিক মজুরিভিত্তিক মাস্টাররোল কর্মচারী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও দক্ষ/অদক্ষকর্মীকে পূজা/ উৎসব উপলক্ষে 'প্রশাসক মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল' খাত হতে এককালীন জনপ্রতি ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা করে অনুদান এবং তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রতি ঈদে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি বিবিধ-৩: ঢাকা দিক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত দৈনিক মজুরিভিত্তিক দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকগণকে স্কেলভুক্তকরণ।

জনাব মোহাম্মদ বশিরুল হক ভূঁঞা, সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত দৈনিক মজুরিভিত্তিক দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা =১৪৬ (একশত ছেচল্লিশ) জন এবং দৈনিক মজুরিভিত্তিক অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা =৫,৯৩৮ (পাঁচ হাজার নয়শত আটত্রিশ) জন। দৈনিক মজুরিভিত্তিক দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের সর্বমোট সংখ্যা =৬,০৮৪ (ছয় হাজার চুরাশি) জন। দক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি =৬০০/- (ছয়শত) টাকা। অদক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি =৫৭৫/- (পাঁচশত পঁচাত্তর) টাকা। দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদেরকে ইতঃপূর্বে স্কেলভুক্ত করার নজির: ১. দপ্তর আদেশ নং-১২১৭/প্র:বি: (সং-৩) (৭০), তারিখ: ২৭/১২/২০০৬ খ্রি. মোতাবেক ১৩ (তেরো) বছরের অধিক সময় বিরতিহীনভাবে সন্তোষজনকভাবে কাজ করায় মোট ৮৭৪ (আটশত চুয়াত্তর) জন শ্রমিককে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর ২৪০০-৪৩১০/- টাকা বেতন স্কেলের ভিত্তিতে দৈনিক মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা নির্ধারণের অনুমোদন করা হয়। ২. দপ্তর আদেশ নং-৮৩৮/প্র:বি: (সং) ৬০০, তারিখ: ০৭/১০/১৯৮৭ খ্রি. মোতাবেক বিভিন্ন বিভাগ/শাখার কর্মরত মোট ২৪১ (দুইশত একচল্লিশ) জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক মাস্টাররোল কর্মচারীকে জাতীয় বেতন স্কেলের বিভিন্ন পদে স্কেলভুক্ত করা হয়।

০২। এমতাবস্থায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত দৈনিক মজুরিভিত্তিক মোট ৬,০৮৪ (ছয় হাজার চুরাশি) জন দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিককে স্কেলভুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা দক্ষিণ সিটি করোরেশনে কর্মরত দৈনিক মজুরিভিত্তিক মোট [মশককর্মী (দক্ষ) ১৪৬ জন + মশককর্মী (অদক্ষ) ১,১৫৩ জন + পরিচ্ছন্নতাকর্মী (অদক্ষ) ৪,৭৮৫ জন] = ৬,০৮৪ (ছয় হাজার চুরাশি) জন দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিককে স্কেলভুক্ত করার প্রস্তাবনা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

বাস্তবায়নে: সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

উন্মুক্ত আলোচনা:

জনাব মোহাম্মদ রবিউল আলম, অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর প্রণীত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন থাকলে তার ওপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মতামত প্রদানের জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় নির্দেশনা দিয়েছেন। ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চিন্তা ধারণা একই থাকা দরকার। তা না হলে ব্যর্থ হতে পারে।

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, যুগ্মসচিব, পরিচালক (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বলেন, তিনি ধানমন্ডিতে থাকেন। কোনো কোনো ভবনের সামনে দিনের পর দিন ময়লা জমে থাকে। ধানমন্ডির বিভিন্ন বাসার হোল্ডিং ট্রাক্সের সমতা আনার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ নূরুল আমিন, উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বায়ু দূষণ দূর করার বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ জিয়াউল করিম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল), মশক নিধন কার্যক্রম ডেঙ্গু রোগীর পরিসংখ্যান জানতে চান। তিনি বলেন, রাস্তা খনন কাজে সমন্বয় থাকা দরকার।

জনাব মোহাম্মদ সেলীম মিঞা, প্রকল্প পরিচালক, জিএসআইপি, ঢাকা ওয়াসা বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ৪৬২ কি.মি. স্যানিটেশনের কাজ চলছে। এর আওতায় নীলক্ষেত থেকে নারিন্দা পর্যন্ত সড়ক খননের অনুমোদন ও প্রকল্পের MOU করার বিষয়ে অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় উপদেষ্টা সম্প্রতি পুরাতন ঢাকার লালবাগ এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখা যায়, ১০০/১৫০ বছরের পুরানো লালবাগ ওয়াটার ওয়াক্স রোডের পুরানো পানির লাইন বন্ধ না করেই নতুন পানির লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এতে রাস্তা দিয়ে অনবরত পানি বের হচ্ছে। ফলে ঢাদসিক কর্তৃক নতুন কার্পেটিংকৃত উক্ত রাস্তা মেরামত করেও প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে।

জনাব মোঃ আসিফুর রহমান ভূঁইয়া, অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর বলেন, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা অবহেলিত রয়ে গেছে। ঢাদসিক'র বর্জ্য পরিবহনে গাড়িগুলো ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে না নেওয়াই সমীচীন হবে। বর্জ্যবাহী গাড়ির ময়লা রাস্তায় পড়ে। ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তাগুলো সুন্দর করার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরের কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হলে তারা তা করতে প্রস্তুত আছেন।

জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের এগ্রিম্যান্ট করার সময় গলদ ছিল। চুক্তির ১৮নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, কাঁচপুর ও কেরানীগঞ্জের বাঘৈর এ আন্তঃজেলার বাসগুলোর জন্য বাস টার্মিনালগুলো সেখানে চলে যাবে। তিনি বলেন, ডিটিসিএ এর প্লানিং এ ট্রাফিক সিগন্যাল রয়েছে। ঢাদসিক'র অন স্টপ সেলের মাধ্যমে সকল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে শর্তসাপেক্ষে রাস্তা খনন কাজের অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সংস্থাগুলো সেই শর্ত ও সময়ের মধ্যে কাজ করে না। তাদের কাজের প্রয়োজনীয় মালামাল আসার পূর্বেই রাস্তা খনন করে বসে থাকে। তিনি বলেন, যাত্রাবাড়ীতে সদ্য ১৫" আরসিসি ঢালাই করা রাস্তার প্রায় ৩০০ ফুট ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বিনা অনুমতিতে কেটে ফেলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা নান্দনিক করার জন্য ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় বলেন, যখন ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তখন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যক্রম অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। রাতে হাজার হাজার পরিচ্ছন্নতাকর্মী বর্জ্য অপসারণ করেন। ময়লা অপসারণ করতে গিয়ে গন্ধ ছড়ায়। এটি দূর করা প্রয়োজন। ঢাদসিক'র নগর ভবনে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমে বসে সড়ক বাতি জ্বালানোর কার্যক্রম ও মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমগুলো সরাসরি দেখা যায় ও পরামর্শ দেয়া যায়। ঢাদসিক'র নতুন ১৮টি নতুন ওয়ার্ড অবহেলিত রয়ে গেছে। এই ওয়ার্ডগুলোতে প্রশস্ত রাস্তা, ড্রেন, সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র, খেলার মাঠ, পার্কসহ সকল ধরনের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, রাজস্ব বিভাগের জনবলকে রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বায়ুদূষণ রোধে ঢাদসিক'র কর্মকর্তাদের নজর দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাস্তা খনন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা না করে তবে সেক্ষেত্রে জরিমানা করা হবে। মেট্রোরেলের নিচের রাস্তাগুলো নষ্ট হয়নি। কিন্তু মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের নাগরিক সেবা কার্যক্রম (নাগরিক সনদ, ওয়ারিশন সনদ, ওয়ারিশন সনদ, চারিত্রিক সনদ, প্রত্যয়নপত্র, পারিবারিক সনদসহ অন্যান্য সনদ) পরিচালনা করার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

জনাব মোঃ তারিন ইসলাম, সহকরী আইন কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান মামলা সংখ্যা ১৫৩৪টি। মামলাগুলো পরিচালনার জন্য উচ্চ আদালতের জন্য একটি এবং নিম্নআদালতের জন্য একটি আইনজীবী প্যানেল রয়েছে। মামলাগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নুতন আইনজীবী প্যানেল নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, বিগত বছরগুলোতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকার পূজামন্ডপসমূহের জন্য 'মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল' খাত হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সে আলোকে দুর্গাপূজা ২০২৪ উপলক্ষে পূজামন্ডপসমূহের 'প্রশাসক মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল' খাত হতে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা যায় বলে মতামত ব্যক্ত করে। এতে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	বিভিন্ন আদালতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের চলমান মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে যৌক্তিক সংখ্যক আইনজীবী সমন্বয়ে নতুন প্যানেল নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইনজীবী নিয়োগ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যায় এবং নিয়োগ কার্যক্রম একটি কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়।	আইন কর্মকর্তা, ঢাদসিক।
খ.	প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে কর্পোরেশনের নিজস্ব কোনো স্থাপনা না থাকলে অন্য কোনো স্থাপনা ভাড়া নিয়ে ওয়ার্ড অফিস স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাদসিক।
গ.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে যেসকল রাস্তা খানা-খন্দ অবস্থায় আছে সেসকল রাস্তা ৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের মধ্যে মেরামত/সংস্কার করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাদসিক।
ঘ.	মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা নান্দনিক করার জন্য গৃহীত প্রকল্পের কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাদসিক।
ঙ.	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাস্তা খনন কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে নিদিষ্ট সময়ের পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিকট হতে অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য একটি নিদিষ্ট মাত্রায় জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাদসিক।
চ.	জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনে বাস্তবতার নিরীখে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাদসিক।
ছ.	সড়ক বাতিগুলোর যাতে প্রতিদিন ন্যূনতম ৯০% এর বেশি সচল থাকে তার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাদসিক।
জ.	নতুন ১৮টি ওয়ার্ডে সকল ধরনের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকল্পে বাস্তবতা নিরীখে পরিকল্পনা মাফিক প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাদসিক।
ঝ.	পৌরকর খাতে জেনারেল এ্যাসেসমেন্ট/ অন্তর্বর্তীকালীন এ্যাসেসমেন্ট নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে। যাতে কোনো ভবন/স্থাপনা এর আওতা হতে বাদ না পড়ে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুসারে নতুন খাতসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাদসিক।
ঞ.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকায়ন ও পরিবেশ বান্ধব করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাদসিক।
ট.	শারদীয় দুর্গা উৎসব ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে বিগত বছরের ন্যায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকার পূজামন্ডপসমূহের জন্য 'প্রশাসক মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল' খাত হতে পূর্বের ন্যায় আর্থিক অনুদান প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাদসিক।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্য:

পরিবর্তিত পরিস্থিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে এবং তা নগরবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণে ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
প্রশাসক
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নম্বর: ৪৬.২০৭.০০০.০৩.০১.১১৭৯.২০২৪-৮৭২ -১৮০-

তারিখ: ০১ কার্তিক ১৪৩১ / ১৭ অক্টোবর ২০২৪

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
২. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
৩. চেয়ারম্যান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৪. চেয়ারম্যান জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৬. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৭. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।
১১. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)।
১২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৩. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।
১৪. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১৫. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।
১৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
১৭. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।
১৯. জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
২০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবারহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)।
২১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস।
২২. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
২৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল)....., ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
২৫. উপবিভাগীয় প্রধান (সকল)....., ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
২৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল-....., ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ।
২৭. প্রশাসকের একান্ত সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (মাননীয় প্রশাসকের সদয় অবগতির জন্য)।
২৮. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
২৯. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্টাফ অফিসার, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩০. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-২, ৩ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ।
৩১. সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর ব্যক্তিগত সহকারী।

১৭/১০/২০২৪

(মোঃ মিজানুর রহমান)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

-১৫৯-

পরিশিষ্ট-"ক"

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, ঢাকা-১০০০

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ২৫ (ক) (২) মোতাবেক স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৭০.১৮.০০০৬.২৪-৯৫৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সভাপতি মাননীয় প্রশাসক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এঁর সভাপতিত্বে ০৩.১০.২০২৪ খ্রি. তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ০৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের হাজিরাপত্র:

ক্রম	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল আইডি	WhatsApp নম্বর	স্বাক্ষর
১.				
২.	মোঃ মিজানুর রহমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঢাদসিক			[signature] 03/10/2024
৩.	[illegible] খান [illegible] যুগ্মসচিব [illegible]	01712-875991 anjumankhan22@gmail.com	01712 875991	[signature] 03/10/24
৪.	মোঃ খালেকুজ্জামান সহকারী পরিচালক [illegible] ফায়ার সার্ভিস	01901020102 addhk@fireservice.gov.bd	01711041483	[signature] 03/10/24
৫.	মোঃ আসাদুজ্জামান (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিঃ	01712-250378 asad250378@gmail.com.		[signature] 03/10/24
৬.	মোঃ নুরুল আমিন উপপরিচালক [illegible]	01712539165 6stukun@gmail.com	01712539165	[signature] 03102024
৭.	মোঃ শহীদুল ইসলাম অতিরিক্ত পরিচালক [illegible] সমাজসেবা অধিদপ্তর আগারগাঁও, ঢাকা	01712004824 addldir.ins@dss.gov.bd	01712004824	[signature]

ক্রম	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল আইডি	WhatsApp নম্বর	স্বাক্ষর
৮.	ডা: এ,বি,এম, আবু হানিফ পরিচালক (প্রশাসন) অতি: দা: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	drhanif88@gmail.com	01711077729	[illegible]
৯.	মোহাম্মদ সেলীম মিয়া, প্রকল্প পরিচালক, জিএসএ আইপি, ঢাকা ওয়াসা	salim2k3@yahoo.com	01711707132	[illegible] 3/10/24
১০.	মোহাম্মদ রবিউল আলম। অ: সি: পরিচালক বিটিসিএল	rabiulshd@gmail.com	01711810288	[illegible] 03/10/2024
১১.	প্রকৌ. মো. এনামুল হক ভূঁইয়া উপপ্রধান ([illegible]) [illegible]	aramul92buet@gmail.com	01939921237	[illegible] 3.10.24
১২.	মোহাম্মদ [illegible] উপপরিচালক, (অর্থ ও ক্রয়) মাউশি	dd-f_p@dshe.gov.bd	01726-382237	[illegible] 03.10.24
১৩.	ড. শামীম রহমান, উপসচিব উপপরিচালক (প্রশাসন) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	dsddarchaeology@gmail.com	01717415377	[illegible] ০৩.১০.২০২৪
১৪.	মো: আসিফুর রহমান ভূঁইয়া অতি: প্রধান স্থপতি স্থাপত্য অধিদপ্তর	asifbhuyian@yahoo.com	01715405332	[illegible] ০৩১০২৪
১৫.	মো: জিয়াউল হক উপ-মহাব্যবস্থাপক [illegible] বিটিসিএল, ঢাকা	dmd.so@btcl.gov.bd	01550151200	[illegible] ০৩.১০.২৪
১৬.	মেহেদী হাসান উপপরিচালক স্থানীয় সরকার ঢাকা বিভাগ	ddlgdhakadiv2021@gmail.com	01733074018	[illegible] ০৩.১০.২৪

ক্রম	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল আইডি	WhatsApp নম্বর	স্বাক্ষর
১৭.	মো: এনামুল হক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি সদর দপ্তর ঢাকা	ld.enamul1966@gmail.com	01780449966	[signature] 6/10/24
১৮.	মো. হেলাল উদ্দিন সরকার পরিচালক প্রশাসন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	helal260@gmail.com	01727275057	[signature]
১৯.	মো: মমিন উদ্দিন পরিচালক (প্রশাসন) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	mominu4545@gmail.com	01712804374	[signature]
২০.	মো. রফিকুল ইসলাম ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (অপারেশনস) ডিএমপি, ঢাকা	jrafiq.info@yahoo.com	01320037830	[signature] 03/10/2024
২১.	ফারজানা জামান উপ-পরিচালক / উপসচিব স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	farzanazaman41@yahoo.com	01768611064	[signature]
২২.				
২৩.				
২৪.				
২৫.				